আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৬

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২৮ আশ্বিন ১৪২৩, ১৩ অক্টোবর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৬' এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শুরুতেই স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনকে। জাতীয় চার নেতা ও ১৫ আগস্টের শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আজ ১৩ অক্টোবর ''আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৬''। এবছর আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'Live to tell'। আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বাংলাদেশ দিবসটির স্লোগান নির্ধারণ করেছে - ''দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে হলে, কৌশলসমূহ বলতে হবে''। বাংলাদেশের স্লোগানটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

সুধিমন্ডলী,

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, নদী ভাঙ্গন, নদীর নাব্যতা হ্রাস, টর্নেডো ও ফসলী জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকা প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে ভুমিকম্পের ঝুঁকিও রয়েছে।

অপরিকল্পিত নগরায়ন, ঘনবসতি, ঝুঁকিপূর্ণ দালানকোঠা নির্মাণের কারণে শহর এলাকায় ভূমিকম্পসহ নগরে দুর্যোগের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ আপদকে দুর্যোগ ঝুঁকি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

উন্নত দেশসমূহে মাত্রাতিক্তির শিল্প উন্নয়নের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে এবং দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা অনেক বেড়ে গেছে। ফলে আমাদের কষ্টার্জিত উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, অথচ এর জন্য বাংলাদেশ দায়ী নয়।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। জাতির পিতা সেদিন নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ রেখে ছুটে গিয়েছিলেন বিপন্ন অসহায় মানুষের পাশে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে তিনিই ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় গঠন করেন।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ঘোষণার বহু পূর্বেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের পহেলা জুলাই দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্য 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' গঠন করেছিলেন।

দুর্যোগকালে গবাদি পশুর আশ্রয় স্থল হিসেবে ব্যবহৃত উপকূলীয় এলাকায় বঙ্গবন্ধুর আমলে নির্মিত ১৫৬টি মাটির কিল্লা এখনও 'মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সমন্বিত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী' (Standing Orders on Disaster-SOD) প্রণয়ন করে।

ক্ষমতায় এসে ১৯৯৭ সালেই আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার তা বাস্তবায়ন করেনি। ২০০৯ সালে সরকার গঠন করে এ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিই।

সুধিবৃন্দ,

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমাদের মূল লক্ষ্য-প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানব সৃষ্ট আপদ হতে দরিদ্র মানুষের বিপদাপন্নতা সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা। একই সঙ্গে বড় ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা আইনী কাঠামো ও অবকাঠামোগত দিক থেকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে সফলতা লাভ করেছি। আমাদের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে রয়েছে-

- ২০১২ সালে আমরা 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' নামে আলাদা মন্ত্রণালয় এবং 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করি।
- ২০১২ সালে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন' সংসদে পাশ করি।
- আমরা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ প্রণয়ণ করি।
- ঘূর্ণিঝড়, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করেছি।
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপর্যয় মোকাবেলায় আমরা Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) প্রণয়ন করি। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে 'ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করি।
- সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে এই ফান্ডে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। বরাদ্দকৃত অর্থে এ পর্যন্ত ৪৩৪ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য আমরা ৩ হাজার ৮৫১টি সাইক্লোন শেল্টার, ৭৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছি।
- ১৫৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ চলমান আছে।
- জরুরি উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার জন্য ১ম পর্যায়ে ৬৯ কোটি টাকা এবং ২য় পর্যায়ে ১৫৮ কোটি টাকার সরঞ্জামাদি ক্রয় করে আমর্ড ফোর্সেস ডিভিশন এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
- নিরাপদ অবস্থানে স্থানান্তরের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৩ হাজার ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও এভাকুয়েশন কার্যক্রমকে Best Practice হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অনুসরণ করছে। এটা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়।
- ২০০৭ সালে সাইক্লোন শেল্টারের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৬৩৭টি এবং সেবছর সিডরে মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ হাজার ২৩৫ জন।
- আমরা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প নেওয়ায় বর্তমানে সাইক্লোন শেল্টারের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে ৩ হাজার ৮৫১ তে দাঁড়িয়েছে।
- আমাদের উদ্যোগের ফলে ২০১৩ সালের 'ঘূর্ণিঝড় মহাসেন'-এ মারা যায় ১৭ জন, ২০১৫ সালের 'ঘূর্ণিঝড় কোমেনে' মারা যায় ১ জন এবং সর্বশেষ ২০১৬ সালের 'ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে' ২৭ জন মারা যায়। আমাদের কাছে প্রতিটি জীবনই মহামূল্যাবান।
- ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার লক্ষ্যে আগামী ৫ বছরে সাইক্লোন শেল্টারের সংখ্যা আমরা ৬ হাজারে উন্নীত করব এবং এভাকুয়েশন পদ্ধতিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই।
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস থেকে বাঁচার জন্য আমরা উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি।
- এখন থেকে আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য পেতে যে কেউ বিনা খরচে ১০৯০ নম্বরে ফোন করে ৫টি অপশনে আবহাওয়া ও দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা পেতে পারেন।
- দুর্যোগ বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে সক্রিয় করা হয়েছে।

- প্রতিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কমপক্ষে একজন মহিলা ও একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের অনুকূলে ২ লক্ষ টাকা ও ১০০-২০০ মেট্রিক টন চাল অগ্রিম দেওয়া থাকে। এতে দুর্যোগ কবলিত এলাকায় সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিকভাবে মানবিক সহায়তা প্রদান করতে পারছে।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর মাধ্যমে দুর্যোগ আক্রান্ত দু:স্থ ও অসহায় জনসাধারণকে খাদ্য সহায়তা প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার ঢেউটিন বিতরণ ও নগদ অর্থ সহায়তা দিচ্ছে।
- দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদানের জন্য ৫৫ হাজার ৬২০ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক ও ৩২ হাজার নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হয়েছে।
- স্কাউটস্, বিএনসিসি ও রেডক্রস যুব ভলান্টিয়ারদেরকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং সদা প্রস্তুত রাখা হচ্ছে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট) বিষয়ে একটি পূর্ণ অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় আমরা বিশ্বের সেরা।
- 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' প্রণয়ণের কাজ চলছে।
- আমরা 'গ্রীন ব্যাঙ্কিং' কার্যক্রম শুরু করেছি। সবুজায়নের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। এ বছরও বন বিভাগ ৩ কোটি চারা উৎপাদন ও রোপন করেছে।
- ৯৮'র বন্যায় আমি নিজ হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ক্যাফেটারিয়ায় রুটি বানানোর পর এই কর্মসূচি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়। বিষয়টা কি জানেন- আমাদের জনগণকে একটি বিষয়ে একবার জাগিয়ে তুলতে পারলে বিজয় নিশ্চিত।
- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গার্মেন্টসে নানা ধরনের দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। এগুলো মোকাবেলায় ভবন পরীক্ষাসহ সরকার আধুনিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করছে।
- রানা প্লাজার ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধার অভিযানে প্রায় ২৪ শত মানুষ জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যা উন্নত বিশ্বের জন্যও দুঃসাধ্য।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের গৃহীত অবকাঠামোগত কার্যক্রম এবং স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি সারা বিশ্বে এ দেশকে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রোল মডেল' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি তথা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অবদান রাখার জন্য ২০১৫ সালে জাতিসংঘ আমাকে ''চ্যাম্পিয়ন'স অব দি আর্থ'' পুরস্কার প্রদান করে। আমি এই পুরস্কার দেশবাসীর জন্য উৎসর্গ করেছি। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের জলবায়ু বিষয়ক কূটনীতির সঞ্চালক।

বাংলাদেশ ২০০৫ সালে বিশ্ব দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক `Hyogo Framework for Action 2005-2015' সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এ সাফল্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে।

২০১৫ সালে জাপানের সেন্দাই-এ অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক ৩য় বিশ্ব সম্মেলনের ভাষণে জাতিসংঘের মহাসচিব এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করেছেন।

২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক Sustainable Development goals, Sendai Framework for Risk Reduction এবং Paris Agreement on Climate Change গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের মতো দুর্যোগপ্রবণ দেশে দুর্যোগ সহনশীল (Risk Informed) কার্যক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন নিশ্চিত করা যাবে।

SDG'র সাথে Sendai Framework এবং Paris Agreement on Climate Change -এর সমন্বয় করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে আগামী ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত

দেশে পরিণত হবে। তিনটি ফ্রেমওয়ার্কের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যেমন প্রতিজ্ঞ, জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি জনগণেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য সকলকে বিল্ডিং কোড মানতে হবে। দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৬' এর সাফল্য কামনা করছি।

এই দিবস উদযাপনের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...